কালীপুজোর খুঁটিপুজো

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি শহরের চার নম্বর গুমটির দাদাভাই ক্লাবের কালীপুজোর খুঁটিপুজো হয়। ক্লাবের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই পুজো এবারে ৪৩ বছরে পদার্পণ করবে। বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা।

পদ্মফুলের দাম উঠল না লক্ষ্মীপুজোর মুখে

শমিদীপ দত্ত ● শিলিগুড়ি

২৯ অক্টোবর : অতিবৃষ্টি এবং আমপানে তছনছ হয়েছে পদ্মের চাষ। ফলে জোগান কম হওয়ায় হাতে নগদ টাকা আসবে ভালোই, আশায় ছিলেন ফুল ব্যবসায়ীরা। কিন্তু করোনার প্রকোপে লক্ষ্মীপুজোর বাজার জমজমাট না হওয়ায় হতাশ গোপাল দাস, জীবন সূত্রধররা। জলের দরে

পদ্মফুল বিক্রি করতে হওয়ায় দিনের শেষে তাঁদের মুখ ভার। গোপাল দাস বলেন, 'শিলিগুড়িতে আগে এমন বাজার দেখিনি। এত কম দামে পদ্মফুল বিক্রি করতে হয়েছে যে, লাভ তো দূরের কথা, কেনা দাম উঠলেই যথেষ্ট।'

প্রতি বছরই পুজো শেষে ওঁরা শিলিগুড়িতে আসেন। পদ্মফুল বিক্রি করে লাভের টাকা নিয়ে ফিরে যান বাড়িতে। কিন্তু করোনার প্রভাবে এই বছর লক্ষ্মীদেবী তাঁদের ওপর প্রসন্ন নন, বলছেন ডোমকল, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগণার ফুল বিক্রেতারা। দুর্গাপুজোর সময় আদালতের নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও ঘরের বাইরে বের হয়েছিলেন শিলিগুড়ির মানুষ। টিভিতে এমন ছবি দেখে লক্ষ্মীপুজোর বাজারেও ভিড় জমবে বলে আশায় ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বুধবার হাতে গোনা কয়েকটি পদ্ম বিক্রি করার পর বৃহস্পতিবার একইভাবে দিন কেটেছে তাঁদের। জোগান কম থাকায় একেকটি পদ্মফুল ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হবে বলে আশায় ছিলেন বিমান নাগ, প্রদীপ সরকারের মতো অনেকেই। কিন্তু সকালের দিকে ২৫–৩০ টাকায় বিক্রি হলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে দাম ১৫ টাকায় নেমে আসে। চড়া রোদের জন্য ফুল শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ১০ টাকাতেও শেষ পর্যন্ত পদ্মফুল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাসিন্দা জীবন সূত্রধর বলেন, 'কিছু টাকা রোজগারের জন্য বোলপুরে গিয়ে পদ্মফুল কিনেছি। কিন্তু শিলিগুড়িতে এবার দাম নেই। শুক্রবার যদি দাম না পাই, তবে ক্ষতি হবে।' উত্তর ২৪ গরগনার চাঁদপাড়ার বাসিন্দা বিমান নাগ জেলারই ঠাকুরনগর থেকে পদ্মফুলের পাশাপাশি গাঁদাফুল কিনেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কেনা দামের থেকে সামান্য বেশি দাম পেয়েছি। কিন্তু তাকে লাভ বলা যায় না। কেননা গাড়ি ভাড়া, থাকা–খাওয়ার খরচ রয়েছে।'

বারাসতের বাসিন্দা প্রদীপ সরকার ফুল কিনেছেন নদিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে। তেমন দাম পাননি বলে তাঁরও দাবি। তিনি বলেন, 'করোনার জন্য সব ব্যবসার সঙ্গে ফুলের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর ক্ষেত্রে পদ্মফুল কিনতে গৃহস্থরা দাম দেবেন না, ভাবতে পারিনি। গত বছরের তুলনায় এবার তুলনামূলকভাবে ভিড়টাও অনেক কম ছিল। ফলে আমাদের হতাশা নিয়ে ফিরতে হবে।' বাইরের ফুল ব্যবসায়ীরা দাম না পেলেও পাড়ার দোকানগুলিতে বৃহস্পতিবার পদ্মফুলের দাম যথেষ্ট চড়া ছিল। কোভিড পরিস্থিতির জন্য স্থানীয় ফুলের দোকানে ভিড় জমার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। একটি ফুলের দাম কোথাও ৩০ টাকা, কোথাও তার বেশি নেওয়া হয়েছে।

(ছবি : তপন দাস)

বাজার আগুন, মূর্তির চাহিদা কম

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোর বাজারে এবারে জমজমাট ভাব না থাকলেও সবজি, ফল কিনতে গিয়ে শহরবাসীর হাত পুড়ল। এদিন প্রয়োজনীয় সব ফল ও সবজির দাম আকাশছোঁয়া ছিল। যা কিনতে ক্রেতাদের রীতিমতো ঘাম ছুটল। তবে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার নিমন্ত্রণের তালিকা ছোট করে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার পুজো হচ্ছে বলে ক্রেতারা জানিয়েছেন। মুখ ভার ছিল বিধান রোড ও শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা নিয়ে বসা মৃৎশিল্পীদের। অন্যবারের মতো প্রতিমা বিক্রি না হওয়ায় তাঁরা কিছুটা হতাশ।

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনের বাজার বলতেই জমজমাট ভিড় থাকে। ব্যাগ নিয়ে পুজোর সামগ্রীর তালিকা হাতে বাজারে ঘোরাঘুরি চলে। পাল্লা দিয়ে চলে সবজি, ফল ব্যবসায়ীদের হাঁকডাক। অন্য বছরে লক্ষ্মীপুজোর সময়ে বাজারের এই চেনা চিত্র এবছর উধাও থাকল। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও শহরের বাজারগুলিতে সেরকম ভিড় নজরে পড়েনি। জমজমাট ভাব না থাকলেও অন্যবারের মতো এবারেও বাজারের সবজি, ফলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। এদিন বাজারে আপেলের দাম ছিল ১২০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি। পটল, বেগুন, শসার দাম ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা কেজি। আলু ৩৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি, টমেটোর দাম ছিল ৮০ টাকা কেজি। ফুলকপি ৪০ থেকে ৬০ টাকা কেজি, বাঁধাকপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি, শাক এক আঁটি ১০ টাকা, নতুন আদা ১০০ টাকা কেজি। এই বাজারদর ক্রেতাদের চিন্তা বাড়িয়েছে। বাজারে আসা শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'এবার প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করছি না। বাড়ির মধ্যে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার পুজো করছি। তবে শাকসবজি, ফলের যা দাম তাতে তো হাত পুড়ে গেল।' সবজি ব্যবসায়ী পাপাই সেন বলেন, 'দাম মোটামুটি ঠিকই রয়েছে। কিন্তু এবার ক্রেতাদের সেই চাহিদা নেই।'

অন্যদিকে, এবারে লক্ষ্মী প্রতিমাও সেরকম বিক্রি না হওয়ায় আশাহত হয়েছেন ক্ষুদিরামপল্লি বাজার এলাকা ও বিভিন্ন মোড়ে বসা মৃৎশিল্পীরা। এদিন গোষ্ঠ পালের মূর্তি সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন আকারের লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে বসা মৃৎশিল্পী মনোরঞ্জন পাল বলেন, 'বুধবার মাত্র দুটো প্রতিমা বিক্রি হয়েছে। এদিন সবমিলিয়ে আট–নয়টা বিক্রি হয়েছে, অন্যবার যেখানে পঞ্চাশটিরও বেশি বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা বিক্রি হয়। এবারে কুড়িটা প্রতিমাও বিক্রি হল না।'

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন শিলিগুড়ির বাজারে কেনাকাটার ছবিটি তুলেছেন সান্নিধ্য মালাকার।

শিশুমৃত্যু নিয়ে কমিশনে নালিশ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির এনজেপি থানার অম্বিকানগরে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় শিশু সুরক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাল দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। বুধবার রাতে ই–মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে ফোন করে লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকারের কাছে পুরো বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে অমিত সরকার বলেন, 'বুধবার লিগ্যাল এইড ফোরামের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে আমরা বিষয়টি শিশু সুরক্ষা কমিশনকে জানিয়েছিলাম। সেইমতো আজ তারা ফোন করে আমার কাছে জানতে চায়।' সম্প্রতি অম্বিকানগরে এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। অভিযোগ, ময়নাতদন্ত না করে দেহ কবর দিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, শিশুর বাবা তাকে খুন করেছে। এরপরই পুলিশ ওই শিশুর বাবা ও মাকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি বাকি শিশুদের হোমে পাঠায়।

পলাতক তিন কিশোর উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি কোরক হোম থেকে পলাতক তিন কিশোরকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ আলিপুরদুয়ার থেকে উদ্ধার করেছে। ১৬ বছরের তিন কিশোর গত ৩০ অগাস্ট কোরক হোম থেকে পালিয়ে যায়। হোম কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এরপর ২৭ অক্টোবর তিন কিশোরকে আলিপুরদুয়ার থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ তাদের হোমের পরিচালন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। হোমের সুপার দেবব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, তিন কিশোর এখন হোমে রয়েছে।

অন্যদিকে, সাজা শেষেও দেশে ফিরতে পারছে না পাঁচ বাংলাদেশি কিশোর। প্রায় ৩ বছর ধরে তারা কোরক হোমেই রয়েছে। বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য তাদের ধরা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক কর্তা জানান, এ বিষয়ে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার একজন কিশোরকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে মান্যতা দিলেও অপর চার কিশোরের বিষয়ে কোনও তথ্য এখনও পাঠায়নি। বিষয়টি উপরমহলে জানানো হয়েছে।

পুজোয় কাটছাঁট

ময়নাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শুক্রবার কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো। কিন্তু, করোনা পরিস্থিতির জন্য এবার পুজোয় কাটছাঁট করছেন অনেকেই। সিঙ্গিমারি কুমোরপাড়ার লক্ষ্মী পাল ১০০টি মূর্তি নিয়ে ময়নাগুড়ি বাজারে এসেছেন। তিনি বলেন, বড় মূর্তি কেউ চাইছেন না। নিয়ম মেনে সকলেই সংক্ষেপে পুজো সারছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন দাস বলেন, 'করোনার জেরে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে। কোনওভাবে লক্ষ্মীপুজো করছি। কাউকে নিমন্ত্রণ করছি না। কারণ, আমিও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কারও বাড়িতে এই মুহূর্তে যাব না।' স্থানীয় বাসিন্দা যূথিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবার প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করতাম। সকলেই আসতেন। ধুমধাম করে বাড়িতে পুজো হত। এবার সেসব বন্ধ।'

নদীপুজো

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি করলা নদীর ধারে বাবুঘাটে নদীপুজো করার পরিকল্পনা নিয়েছে সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি। কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় জানান, ১ নভেম্বর পুজো হবে। পুজোর মাধ্যমে সকলের কাছে নদীকে দূষণমুক্ত করার আহ্বান জানানো হবে।

এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা ব্রিজের নীচে চর দখল করে বসতি গড়া হয়েছে। – সংবাদচিত্র

অবাধে মহানন্দার চর দখল

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : করোনা আবহকে মাথায় নিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে শিলিগুড়ি। শহর যখন ছন্দে ফেরার লড়াই করছে ঠিক তখনই শহরের বুকে মহানন্দার চর এলাকায় দখলদারি শুরু হয়েছে। এর পিছনে স্থানীয়দের একটি অংশ জড়িয়ে রয়েছে। চর এলাকার নির্দিষ্ট অংশজুড়ে প্রথমে বাঁশ পোঁতা হচ্ছে, এরপরই সুযোগ বুঝে চলছে যাবতীয় দখলদারি। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে মোটা টাকার খেলা। চুপ ডান–বাম সব সমস্ত রাজনৈতিক দল। এদিকে, এক পা, দুই পা করে যেভাবে চর এলাকায় দখলদারি শুরু হয়েছে তাতে ভবিষ্যতে এই চর এলাকার অস্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া চর এলাকার একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই দখল হয়ে গিয়েছে। এমনকি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সেখানে খাটাল চলছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে শহরে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলেনি। তবে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে চর এলাকা দখলে পন্থার যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা অবশ্য এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা ব্রিজ থেকে নীচের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে দখলদারির ভার সামলাচ্ছেন স্থানীয়রা, যাঁরা আগে থেকেই চর এলাকার কিছু অংশ দখল করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমে বাঁশের খুঁটি পুঁতে বেশ কিছুটা জায়গা ঘিরে ফেলা হচ্ছে। এরপরই ধীরে ধীরে সেখানে ঘর তৈরি করা হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষেত্রে লক্ষাধিক টাকায় জায়গা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষেত্রে ভাড়াও দেওয়া হচ্ছে। ওই স্থানীয়দের কথায়, 'দাদাদের কাছে যাবতীয় ভাগ চলে যাচ্ছে, তাই চিন্তার কিছু নেই।'

এদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে শহরের শাসক–বিরোধীর মধ্যে দায় এড়ানোর পালা। স্থানীয় ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তথা পুরনিগমের বিদায়ি ডেপুটি মেয়র রামভজন মাহাতোর দিকে নিশানা করে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি রঞ্জন সরকার বলেন, 'পুণ্যার্থীদের অসুবিধা হলেও তাঁরা যখন গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনে মহানন্দায় পুজো সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলছেন তখন চর এলাকা দেদারে দখল চলছে। ওই এলাকার ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরের নামে তো আস্ত বস্তি রয়েছে। পুরনিগমের কাজ শুধু ক্ষমতা দখল করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। তৃণমূল কংগ্রেস কোনওভাবে এ ধরনের দখলদারি বরদাস্ত করে না। পুরনিগমের উচিত হেয়ালি ছেড়ে গোটা বিষয়টি দেখা।' রামভজনবাবু বলেন, 'আমরা যখনই চর দখলের অভিযোগ পাচ্ছি, তখনই প্রশাসনকে জানাচ্ছি। গাফিলতি তো প্রশাসনের। প্রশাসনকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।'

রাজনৈতিক দলগুলির দায় এড়ানোর পালা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শহরের সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা মনোজ দাস বলেন, 'রাজনৈতিক দায় এড়ানো, একে পরের ঘাড়ে দোষ দিয়ে শহরের বুকে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছেড়ে রাজনৈতিক দলগুলিরও উচিত একটু শহরের পরিবেশের বিষয়টি চিন্তা করা। প্রশাসনেরও তো উচিত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া।' শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক সুমন্ত সহায় বলেন, 'গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এলাকায় ক্ষোভ

- মহানন্দার চর এলাকায় দখলদারি শুরু হয়েছে
- চর এলাকার নির্দিষ্ট অংশজুড়ে প্রথমে বাঁশ পুঁতছে দখলদাররা
- পেছনে রয়েছে টাকার খেলা
- যদিও চুপ ডান–বাম সমস্ত রাজনৈতিক দল
- সরব পরিবেশকর্মীরা
- ভবিষ্যতে চর এলাকার অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও
- দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, দাবি প্রশাসনের

অবৈধ কলসেন্টার

ব্যবস্থা নিতে ডিএমকে চিঠি সিআইআই-এর

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির সরকারি আইটি পার্ক ওয়েবেল বা শহরের অন্য কোনও কলসেন্টারেরই ডিওটি (ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন) লাইসেন্স নেই। কেউ ডিওটির জন্য আবেদন করেছেন, আবার কেউ করেননি। সূত্রের খবর, কলসেন্টারগুলিতে ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থাগুলিরও এরাজ্যে ব্যবসা করার কোনও লাইসেন্স নেই। ফলে ডিওটি পেতেও অনেক কলসেন্টার মালিককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ শাখার আইটি চেয়ারম্যান রণদীপ ভট্টাচার্যের দাবি অনুযায়ী, শহরের মোট ৬০টি কলসেন্টার রয়েছে যাদের ডিওটি লাইসেন্স না থাকলেও তারা ঠিকঠাক কলসেন্টার চালাচ্ছে। বাকি যারা কলসেন্টারের আড়ালে অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিআইআই–এর তরফে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এস পন্নমবলমের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, পুরো বিষয়টি নিয়ে সিআইআই–এর তরফে

> লন্ডন, হায়দরাবাদের বিভিন্ন কোম্পানি কলসেন্টার তৈরির জন্য শিলিগুড়িতে জায়গা খুঁজছে। কিন্তু বর্তমানে কলসেন্টারের আড়ালে অবৈধ ব্যবসা চলায় অনেকেই তাঁদের সন্তানদের কলসেন্টারে কাজ করতে দিতে চাইছেন না।
>
> – সঞ্জিত সাহা *চেয়ারম্যান সিআইআই (উত্তরবঙ্গ জোন)*

শীঘ্রই একটি বৈঠকও ডাকা হবে। সিআইআই–এর আইটি চেয়ারম্যান রণদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'বৈধ কলসেন্টার মানে হল যাদের ডিওটি লাইসেন্স রয়েছে। ডিওটি ছাড়া কেউ কোনও কলসেন্টার করতে পারে না। তবে এখানে ইন্টারনেট প্রোভাইডারদেরও লাইসেন্স নেই। তাই কলসেন্টার মালিকদের ডিওটি পেতে সমস্যা হয়। তবে লাইসেন্স না থাকলেও কলসেন্টারে বৈধ কাজ করে এরকম ৬০টি কোম্পানি শিলিগুড়িতে রয়েছে। তার মধ্যে ৪৫টি কোম্পানি ওয়েবেলে, বাকিগুলি শহরের মধ্যে। এই কোম্পানিগুলিকে ডিওটি পাইয়ে দিতে আমরা আইটি দপ্তরের ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে তারা ডিওটি পায়।'

বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসএমএস করতে বলেন। তাঁকে এসএমএস করা হলে তিনি কোনও জবাব দেননি। সিআইআই–এর উত্তরবঙ্গ জোনের চেয়ারম্যান সঞ্জিত সাহা বলেন, 'লন্ডন, হায়দরাবাদ সহ বেশ কিছু জায়গা থেকে বিভিন্ন কোম্পানি শিলিগুড়িতে কলসেন্টার তৈরির জন্য জায়গা খুঁজছে। এতে অনেক ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বর্তমানে কলসেন্টারের আড়ালে অবৈধ ব্যবসা চলায় অনেকেই তাঁদের সন্তানদের কলসেন্টারে কাজ করতে দিতে চাইছেন না।'

সংক্রামিতদের খুঁজতে হিমসিম

দিব্যেন্দু সিনহা ● জলপাইগুড়ি

২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়িতে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে। অন্যদিকে, সংক্রমণ প্রতিরোধে কনটেনমেন্ট জোন এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে পুরসভাকে। এরই মধ্যে পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরও অনেক বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কনটেনমেন্ট করা হয়নি বলে পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে বিরোধীদের তরফে। যদিও এই অভিযোগকে পাত্তা দিচ্ছে না পুরসভা।

পুজোর পর সংক্রমণ বাড়বে বলে একটা আশঙ্কা আগেই করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, পুর এলাকায় সপ্তাহখানেক ধরেই প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ২২ জনের সংক্রমণের খবর আসছে। গত রবিবার থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচদিনে ২৫টি ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ৮৯ জনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এখন পর্যন্ত পুর এলাকায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা ৮০০–র বেশি বলে জানিয়েছে প্রশাসনিক বোর্ড। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে কালীপুজোর আগেই পুর এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন করোনা প্রতিরোধের দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক বোর্ড সদস্য সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং নিপু শা। এদিকে, সংক্রমিত হওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কনটেনমেন্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি। তিনি বলেন, 'দেখা গিয়েছে, বহুবার বলার পরে দু'তিনদিন পর পুরসভার কর্মীরা এসে কনটেনমেন্ট করছেন। আমার ওয়ার্ডেই এখন পর্যন্ত দুজন আছেন যাঁর বাড়ি কনটেনমেন্ট এবং স্যানিটাইজ করা হয়নি।'

করোনা সংক্রমিত এক ব্যক্তি জানান, তিনি সরকারিভাবে পরীক্ষা করিয়েছিলেন। রিপোর্ট আসার পর থেকে বাড়িতেই রয়েছেন। চারদিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তাঁর আবাসন কনটেনমেন্ট করা হয়নি। আবাসিকরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন। একই বক্তব্য আরও এক সংক্রামিতের।

এদিকে, সংক্রামিত ব্যক্তির বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কনটেনমেন্ট করা নিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে পুরসভার কর্মীদের। সংক্রামিতদের তালিকা আসার পর, পজিটিভ ব্যক্তির ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে ওই নামে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার তালিকায় যে ফোন নম্বর দেওয়া হচ্ছে সেই নম্বরও ভুল। অনেক ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁদের উদাসীনতার কারণে এই ঘটনা ঘটছে বলেই মনে করছেন সৈকতবাবু। তিনি বলেন, 'নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ভুল থাকায় পজিটিভ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতেই সময় চলে যাচ্ছে। ওই কাজ সময়মতো করা যাচ্ছে না।'

ঠিকানা বিভ্রাট

- জলপাইগুড়ি শহরে পাঁচদিনে ৮৯ জনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে
- এখন পর্যন্ত পুর এলাকায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা ৮০০–র বেশি
- সংক্রামিতদের অনেকের বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কনটেনমেন্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ
- পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পজিটিভ ব্যক্তির ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

সড়ক চওড়া হওয়ার জল্পনায় ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন

তপনকুমার বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক চওড়া হবে। এমনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে শহরে। আর তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন জাতীয় সড়কের দু'পাশের প্রায় হাজারখানেক ব্যবসায়ী। কত ফুট রাস্তা চওড়া হবে এবং কীভাবে কাজ হবে সে বিষয়ে এখনও অন্ধকারে ব্যবসায়ীরা। ইসলামপুর পুরসভার প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'বাইপাস হয়ে গেলে জাতীয় সড়কের দুইপাশের দোকানগুলিকে নালার পিছনে দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, নালার ওপরে অনেক দোকান গড়ে উঠেছে। ওইসব জায়গা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়ে উঠে না। বর্ষায় ভুগতে হয় শহরের বাসিন্দাদের। নর্দমা সামনে এলে পরিষ্কার করা সহজ হয়ে যাবে। রাস্তা চওড়া হলে সৌন্দর্যায়নও সম্ভব হবে।'

অলিগঞ্জ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণপুর পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ১০ কিলোমিটার বাইপাস নির্মাণের কাজ এখন অন্তিম পর্যায়ে। নতুন বছরের শুরুর দিকেই বাইপাস খুলে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী প্রশাসন। শহরের মিলনপল্লি থেকে বিহার মোড় পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে জাতীয় সড়কের দুইপাশে প্রায় বারোশো দোকান গড়ে উঠেছে। এই ব্যবসায়ীদের একাংশ গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। জাতীয় সড়কের পাশে কয়েক দশক ধরে ব্যবসা করছেন উত্তমকুমার সাহা, বাবন গুহ, প্রকাশ দত্তরা। তাঁরা জানান, আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমাদের দোকান নাকি ভাঙা পড়বে। দোকান ভাঙা হলে আমরা কি খাব, কোথায় যাব তা ভেবে পাচ্ছি না।

ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের কাছে তেমন কোনও খবর নেই। দোকান ভাঙার প্রশ্ন সামনে এলে প্রশাসন আমাদের জানাত এবং বিকল্প রুপরেখা তৈরি করত। এখনই উদ্বেগের কিছু নেই। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা সুগম করতে নর্দমা দোকানের সামনে আনা হবে বলে পুর প্রশাসন বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছে। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে শহরের শ্রীবৃদ্ধি করতে ও নাগরিকদের সমস্যা কাটাতে পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি অতীতেও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে, আগামীতেও করবে।' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শিলিগুড়ি ডিভিশনের প্রোজেক্ট ম্যানেজার সঞ্জীব শর্মা বলেন, 'বাইপাসের কাজ হয়ে গেলে ইসলামপুরের অলিগঞ্জ থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশটুকু রাজ্য সড়ককে হস্তান্তর করে দেব। ওই অংশটুকু নিয়ে আমরা আর কিছু ভাবছি না।'

- শহরে জাতীয় সড়কের দুইপাশে প্রায় বারোশো দোকান রয়েছে
- এই ব্যবসায়ীরা ইসলামপুরে কয়েক দশক ধরে ব্যবসা করছেন
- দোকান ভাঙা পড়তে পারে এমন আশঙ্কায় চিন্তায় ব্যবসায়ীদের ঘুম ছুটেছে

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক

- কত ফুট রাস্তা চওড়া হবে এবং কীভাবে কাজ হবে সে বিষয়ে এখনও অন্ধকারে ব্যবসায়ীরা
- পুরসভার বক্তব্য, দোকানগুলিকে নালার পেছনে সরিয়ে নেওয়া হবে
- এনিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলেনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ

লক্ষ্মীমূর্তি গড়ছেন পড়ুয়া শুভাশিস

ময়নাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে ময়নাগুড়িতে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ছেন শিলিগুড়ি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শুভাশিস মিত্র। তাঁর তৈরি করা লক্ষ্মী প্রতিমা দিয়েই তাঁর মামার বাড়ির পুজো হবে এবার। মাটি দিয়ে লক্ষ্মীমূর্তি গড়ছেন শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের বাসিন্দা শুভাশিস। ময়নাগুড়ি শহরের আনন্দনগরপাড়ায় তাঁর মামার বাড়ি। লক্ষ্মীমূর্তি তিনি নিজেই গড়ে দেবে সে কথা দিদাকে আগেই জানিয়েছিলেন শুভাশিস। মামার বাড়িতে লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ার কাজ জোরকদমে চলছে। দিদা ওই প্রতিমা দিয়েই এবার পুজো দেবেন।

শুভাশিস মিত্রের বাড়ি শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির ১ নম্বর সত্যেন বসু রোডে। বাড়িতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ খবরের কাগজ দিয়ে নান্দনিক দুর্গা প্রতিমা গড়েছেন তিনি। সেই প্রতিমা ময়নাগুড়ি মামাবাড়িতে পুজোর ছুটিতে নিয়ে এসেছেন শুভাশিস। এই দুর্গা প্রতিমা দেখে মামার বাড়ির সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। শুভাশিসের বাবা দেবাশিস মিত্র পেশায় সরকারি চাকুরে। মা জুঁই গৃহবধূ। দাদা কৌশিক মিত্র পলিটেকনিক পাশ করেছেন। দেবাশিসবাবু বলেন, 'ছেলে সারাদিন লেখাপড়া আর এসব নিয়েই থাকে। রং সহ যা উপকরণ প্রয়োজন তা বললেই আমি সঙ্গে সঙ্গে এনে দিই।' শুভাশিস বলেন, 'কলেজের লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু করতে মন চায়। নতুন কিছু করার চেষ্টা আগাগোড়াই করেছি। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছি উত্তরবঙ্গ সংবাদ খবরের কাগজ দিয়ে। মামার বাড়িতে লক্ষ্মীমূর্তি গড়ছি।' তাঁর এই কাজে খুশি পরিবারের অন্যরাও।